দ্বিধা বিভক্ত বাংলার পশ্চিম অংশই আজ পশ্চিমবঙ্গ। তারই উত্তরের পাঁচটি জেলা বর্তমানে উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত। ভৌগোলিক কারণে নয় ভাবগত সংস্কৃতিগত ব্যাপারেও তা অবশিষ্ট দক্ষিণবঙ্গ থেকে নিজেকে মুক্ত-এ করে রেখেছে আজও।

সেই উত্তরবঙ্গের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের মুসলিম সমাজ ও বাংলার লোক-সাহিত্যের আলোচনাই বক্ষ্যমান প্রবন্ধের সাধ্য। আলোচনা ক্ষেত্রানুসন্ধানের (**Field - Work**) ভিত্তিতেই দীর্ঘ চার বছর ধরে রচিত, তার জন্য দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ জেলার গ্রামে গ্রামে যেমন পরিভ্রমন করেছি তেমনি পার্শ্ববর্তী বিহারেও ঘটেছে গতায়ত। আলোচনা অধ্যায়গুলি নিম্নোক্ত :-

প্রথম - ভৌগোলিক বিবরণ ও মুসলমান এলাকা।
দ্বিতীয় - মুসলমানদের শ্রেণী বিভাগ ও উপবিভাগ।
তৃতীয় - গীতিকা বা গীতিমূলক কাহিনী।
চতুর্থ - লোক সঙ্গীত, লোকনাট্য ও লোকনৃত্য।
পঞ্চম - লৌকিক কথা সাহিত্য।
ষষ্ঠ - মুসলমান সমাজের ছড়া, ধাঁধা ও প্রবাদ।
সপ্তম - লোক শিল্পের পরিচয়।
অষ্টম - মুসলমান সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস, লোকসংস্কার, লোক বিশ্বাস, উৎসব ও মেলা।
নবম - লোক সংস্কৃতিতে গ্রামীন মুসলিম সমাজের ভূমিকা।
দশম - বাংলার লোক সংস্কৃতিতে তথা লোক-সাহিত্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়

প্রসঙ্গক্রমে সবিনয়ে জানাই যে গবেষনার এ কাজটি প্রথমেই নির্দেশিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ প্রয়াত আচার্য ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য দ্বারা। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই সশ্রদ্ধ প্রনাম। প্রয়াত আচার্য আমার পূজনীয় অধ্যাপক বর্তমানে বাংলার লোক-সংস্কৃতির জগতে প্রতিষ্ঠিত গবেষক -লেখক ডক্টর প্রদ্যোত ঘোষকে বিষয়টি পরিচালনার জন্য নির্দেশ দেন - যার ফলশ্রুতি বর্তমান গবেষনা।

এ প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরিচালক ডঃ প্রদ্যোত ঘোষকে যিনি হাজার কাজের মধ্যেও অক্লান্ত নির্দেশ দিয়েছেন, দিয়েছেন ত্রুটি ধরিয়ে, অন্যান্যদের মধ্যে আছেন ডঃ সনৎ কুমার মিত্র, সুপন চক্রবর্তী, মৌলভী আব্দুল হান্নান, ডঃ পল্লব কুমার সেনগুপ্ত প্রমুখেরা। তাঁদের সশ্রদ্ধ প্রনাম।

বাংলার লোক সাহিত্যের জগতে যদি এ আলোচনা অনালোকিত পথকে উজ্জ্বল করে তবেই হবে আমার দীর্ঘ চার বছরের সাধনা সার্থক।

অলমিতি

রিয়াজুল হক্
১০. ৫. ১৯৮৬